প্রথম আলো

তারিখ ... 13 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

বরগুনা ও মুন্সিগঞ্জে ৩৬১টি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত

বরগুনা ও মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি ●

বরগুনা ও মুন্সিগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এই দুই জেলার ৩৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্ত করতে বরগুনায় দুটি ও মুন্সিগঞ্জে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বরগুনা সদর উপজেলা শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এই উপজেলায় ২৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়। গতকাল মঙ্গলবার চতুর্থ শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। আগের রাতে উপজেলা সদরের একটি ফটোকপির দোকানে এক ব্যক্তি এ বিষয়ের প্রশ্নপত্র দেখতে পান। তিনি বিষয়টি এক সাংবাদিককে জানান। ওই সাংবাদিক বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন। বিষয়টি জানাজানি হলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পরীক্ষা স্থগিত করেন। এ ঘটনা তদন্ত করতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রধান করে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী তিন দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তদন্ত কমিটির প্রধান ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

এদিকে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্ত করতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) ও প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (পিটিআই) সুপারিনটেনডেন্টের সমন্বয়ে আরও একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মো. মোখলেসুর রহমান বলেন, জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে আগামী সাত দিনের মধ্যে কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও এলাকার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ফোনে গত সোমবার রাতে বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আদান-প্রদান হয়। পরে রাতেই এক সাংবাদিক প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানান ও মেইলে প্রশ্নপত্রও পাঠান। পরে গতকালের বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও মেইলে পাঠানো প্রশ্নপত্র এক হওয়ায় সকাল ১০টায় তাৎক্ষণিকভাবে সদর উপজেলার ১১৩টি বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষা বন্ধ করে দেয় জেলা প্রশাসন।

অন্তত ১৫ জন অভিভাবকের সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয় নিয়ে কথা হয়। এ সময় তাঁরা বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় না। এ কারণে যে ছাত্র পাস করার যোগ্য না, তারাও 'এ' প্লাস পাচ্ছে। তাই তাঁরা চান, নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরীক্ষা নেওয়া হোক।

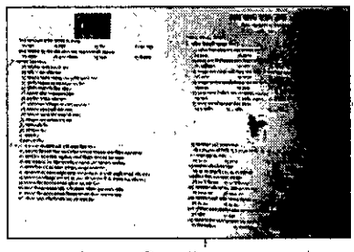

বাগেরহাটের কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্টের প্রশ্নপত্র

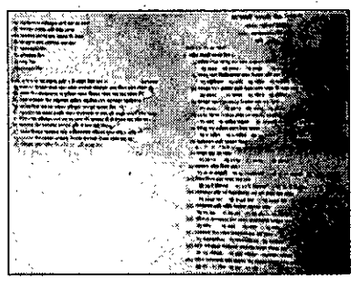

বাগেরহাট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের প্রশ্নপত্র

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, কিছু অসাধু শিক্ষক ও কর্মচারী অর্থের লোভে এসব অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পঞ্চানন বালা বলেন, আজকে (মঙ্গলবার) বাংলা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে তারিখ নির্ধারণ করে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসক সায়লা ফারজানা বলেন, 'সোমবার রাতে আজকের (মঙ্গলবার) বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নটি একজন সাংবাদিক আমাকে মেইলে পাঠান। ওই প্রশ্নপত্রের সঙ্গে আজ সকাল ১০টায় শুরু হওয়া প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা বন্ধের নির্দেশ দিই। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা এর সঙ্গে জড়িত, তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। পরীক্ষার জন্য নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

কোচিংয়ের প্রশ্নপত্রে বিদ্যালয়ের পরীক্ষা

বাগেরহাট প্রতিনিধি ●

বাগেরহাট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হয় গত শনিবার। এর সঙ্গে দুই সপ্তাহ আগে একটি কোচিং সেন্টারে নেওয়া পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মিল পাওয়া গেছে। ঘটনা তদন্তে গতকাল মঙ্গলবার পাঁচ সদস্যের কমিটি করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ওই কোচিং সেন্টারটি চালান মো. বেল্লাল হোসেন। তিনি বাগেরহাট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক বলেন, বেল্লাল হোসেন বিদ্যালয়টির প্রভাতি শাখার শ্রেণিশিক্ষক। তিনি তৃতীয় শ্রেণির ক্লাসও নেন। ছুটির পর তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতেন। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি কোচিংয়ে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের চূড়ান্ত বার্ষিক মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেন। গত শনিবার বিদ্যালয়ে একই বিষয়ের পরীক্ষা হয়। ওই দুটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একই রকম।

দুটি প্রশ্নপত্র নিয়ে দেখা গেছে, প্রতিটি প্রশ্ন হুবহু মিলে গেছে। শুধু কোচিংয়ের পরীক্ষার দুটি প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত ছবি বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে নেই। তবে প্রশ্নের বিষয়বস্তু একই।

গতকাল একাধিকবার চেষ্টা করেও শিক্ষক মো. বেল্লাল হোসেনের মুঠোফোন নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। জানতে চাইলে বাগেরহাট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল মতিন হাওলাদার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অভিযোগ আমলে নিয়ে বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছি। গতকাল বিদ্যালয়ের প্রভাতি শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক শেখ আমজাদ হোসেনকে প্রধান করে বিষয়টি তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী দুই কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান বলেন, এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে তা অবশ্যই ঘৃণ্য অপরাধ। অবশ্যই শাস্তি হবে।

বিদ্যালয়টির পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক তপন কুমার বিশ্বাস বলেন, সরকারের অবস্থান কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।